Sanatan Dharma

আত্মজ্ঞানীর ব্যবহার

আত্মজ্ঞানীর ব্যবহার

নির্মল স্ফটিক যেমন কোনো রঙের দ্বারা রঙ্গীত হয় না ঠিক তেমনি আত্মজ্ঞানী পুরুষ কোনো কর্মফলের দ্বারা অন্তরে লিপ্ত হয় না। শরীর এবং বাইরের ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মজ্ঞানী পুরুষের বিষয় অনুভব হইলেও নিদ্রাভাব সম্পন্ন অন্তর্মুখ অবস্থায় অবস্থান করে বিষয়ের সব কাজ করে। ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার ফলে জগৎ মিথ্যা ও অনিত্য এই জ্ঞানে স্থির বুদ্ধি হওয়ায় বিষয়ের সকল কাজ করা সত্ত্বেও আত্মজ্ঞ ব্যাক্তি জগৎকে স্বপ্নবত জানিয়া কর্ম করে। তাহার ফলের তাকে কোনো প্রকার কর্মফল স্পর্শ করে না।

আত্মজ্ঞাণী ব্যাক্তি বাইরের জগতে ধনী বা নির্ধন যে অবস্থাতে থাকুন তিনি সদা আত্মানন্দে তৃপ্ত থাকেন। দেহে দৃষ্টি ভিন্ন সর্ব অন্তরে একই পরমাত্মকে দর্শন করে তিনি সমদর্শী লাভ করেন। তাই বিষয় ভোগাদি বা ভোজনাদি দেহের দ্বারা সব কর্ম করিয়াও তিনি কিছুই করেন না। তাই তিনি কোনো নতুন কর্ম ফলে আবদ্ধ হন না।

আত্মজ্ঞানীব্যাক্তি স্থান , কাল , পাত্র , তিথি , নক্ষত্র , শুভ -অশুভ যেকোনো অবস্থাতে তার দেহত্যাগ হোক তিনি সর্বস্থায় পরম মুক্তি প্রাপ্ত হন।

রোগ যন্ত্রনায় শরীর হাহাকার করুক আর মূর্ছায় যাক সর্বস্থায় দেহে অন্তে তার মুক্তি লাভ হয়।

আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় বা মাটিতে পড়িয়া গিয়া বা শয্যাশায়ী হইয়া , সুস্থ অবস্থায় বা মহা অসুস্থ অবস্থায়, কেউ যদি তার শরীরকে হত্যা করে অথবা বিষ , অগ্নি বা জলের দ্বারা মৃত্যু হয় , বজ্রপাত বা সর্পাঘাতে মৃত্যু হয় অর্থাৎ শরীরের মৃত্যু পৃথিবীর যেকোনো কারণেই হোক আত্মজ্ঞানী ব্যাক্তিরদেহে অন্তরে পরম মুক্তি লাভ হয়। দেহে ত্যাগের প্রকারান্ত অনুসারে তার মুক্তির কোনো হেরফের হয় না। অর্থাৎ দেহে যেভাবে ত্যাগ হোক দেহে ত্যাগের পর অনিবার্য মুক্তি তার অবস্হায় লাভ হইয়া থাকে ।

আত্মজ্ঞানী ব্যাক্তি বাইরে বিষয় পরিপূর্ণ থাকিয়া অন্তরে আত্মস্থিতিতে তার কোনো প্রকার মুক্তি তে বাধা সৃষ্টি হয় না।

কোনো প্রকার কামনা - বাসনা , স্ত্রীসঙ্গ - পুরুষসঙ্গ কামনা না থাকে সেইরকম ব্যাক্তি আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্য।

অর্থাৎ , ধন আকাঙ্খা , সংসার আকাঙ্খা , বিষয় ভোগ , প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা , সুন্দরতম আকাঙ্খা , কোনো প্রকারের কামনা - বাসনা মনের মধ্যে সুপ্ত বা গুপ্ত অবস্থায় থাকে সে কখনই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না।